তথ্যববিরণী নম্বর : ১৯৯১

**জরুরি সেবার আওতাভুক্ত হলো ভাতা বিতরণ কার্যক্রম**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রলি) :

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চলমান বিধিনিষেধের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা ও ভাতা বিতরণ কার্যক্রমকে জরুরি সেবার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

আজ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা ও ভাতা বিতরণ কার্যক্রমকে জরুরি সেবার আওতাভুক্তকরণ এবং বিধিনিষেধের মধ্যে এই কার্যক্রমে মাঠ প্রশাসনের সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

 মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্রে বলা হয়, সার্বিক কার্যাবলী চলাচলে বিধিনিষেধকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত সেবা (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিসমূহ জিটুপি পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পাঠানো ইত্যাদি) হিসাব খোলাসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

#

জাকির/রোকসানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৯০

**সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ১ লাখ ২১ হাজার ১৮৬ জনের ভ্যাকসিন গ্রহণ**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে মোট ১ লাখ ২১ হাজার ১৮৬ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ৩২৫ জন এবং দ্বিতীয় ডোজে ১ লাখ ২০ হাজার ৮৬১ জন ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। প্রথম ডোজে ১৩০ জন পুরুষ এবং ১৯৫ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ৭৪ হাজার ৯৩৪ জন পুরুষ এবং ৪৫ হাজার ৯২৭ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

 এ নিয়ে সারা দেশে গত ২৭ জানুয়ারি থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বমোট ভ্যাকসিন গ্রহীতার সংখ্যা ৮৩ লাখ ৯৮ হাজার ৭০০ জন। এদের মধ্যে প্রথম ডোজে ৩৬ লাখ ৮ হাজার ৭৪৬ জন পুরুষ এবং ২২ লাখ ১০ হাজার ৮৭০ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ডোজে ১৬ লাখ ৮১ হাজার ৭৯৯ জন পুরুষ এবং ৮ লাখ ৯৭ হাজার ২৮৫ জন মহিলা ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, ২৭ এপ্রিল ২০২১ বিকাল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত সুরক্ষা অ্যাপে মোট ৭২ লাখ ৪০ হাজার ৮২ জন ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন করেছেন।

#

মিজানুর/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১০২ ঘণ্টা

Handout Number : 1989

**Bangladesh host**s **13th Intergovernmental Session of the IOC Sub-Commission**

Dhaka, 27 April :

 Bangladesh is hosting the 13th Intergovernmental Session of the IOC Sub-Commission for the Western Pacific (WESTPAC) virtually from 27 to 29 April 2021. Foreign Minister of Bangladesh Dr. A K Abdul Momen has inaugurated the 3-day Session on behalf of the host country and delivered the welcome remarks. Mr. Vo Si Tuan, Chairperson of the IOC Sub-Commission for the Western Pacific; and Mr. Vladimir Ryabinin, IOC Executive Secretary & Assistant Director General of UNESCO also delivered remarks at the inaugural Session. Around hundred participants joined the opening day of the 3-day session.

 In his welcome remarks, Foreign Minister has expressed his heartfelt gratitude to all for joining the event amid the ongoing pandemic. While stressing the role of the oceans to the development of human civilisation and recovery from crisis, he reiterated the significance of concerted efforts and shared responsibility for sustainable use of the oceans and also underscored the vital role of IOC WESTPAC in this regard. Dr. Momen appreciated the IOC’s role in encouraging scientific research, technical analysis and synthesis of scientific information needed to effectively address emerging environmental issues.

 In his speech, Foreign Minister paid deepest homage to the Father of the Nation, Architect of Independent Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and recalled his leadership for introducing the Territorial Waters and Maritime Zones Act in 1974. He praised the leadership of the Prime Minister Sheikh Hasina in resolving the delimitation of the maritime boundary and attaining undisputed sovereignty over a huge maritime area in the Bay of Bengal, which has paved the way for new marine ventures including marine research, and opened up a new frontier for sustainable ocean economy for Bangladesh.

 Foreign Minister expressed his hope that IOC WESTPAC will work as a platform for promoting sustained growth and balanced development through the optimum use of ocean resources. He emphasized on conducting more timely research on the availability, sustainable utilization and exploration of the marine resources that are available in nature. Also, he strongly urged for conducting extensive research on early detection of changes in ecosystem, mitigation and adaptation strategies to combat climate change impact that are based on growing scientific knowledge. He added that IOC WESTPAC has immense potential for maritime cooperation in the region especially on maintaining Marine Biodiversity and Healthy Ocean Ecosystem, Climate Change, Seafood Security and Safety and Ocean Science.

 Foreign Minister highly appreciated the endeavour of IOC WESTPAC and requested for more innovative approaches in capacity building programme and sought support for engaging young researchers and scientists of Bangladesh in the ongoing and future research initiatives of IOC WESTPAC.

 Foreign Minister thanked the Chair and Vice-Chairs for their contribution in sustainable policy development for ensuring overall ocean economy in the region and wished the session a success through productive discussion.

#

Tohidul/Roksana/Sahela/Sanjib/Joynul/2021/2100hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৮

**নোয়াখালীতে চর্মকার ও অসহায় মানুষদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ**

চট্টগ্রাম, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 করোনাকালীন লকডাউনে নোয়াখালীতে কর্মহীন হয়ে পড়া চর্মকারদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন।

 আজ নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে ১০০ চর্মকার ও ৪০০ কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে এ ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান।

 ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি লবণ ও ২ লিটার তেল।

 এ সময় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইসরাত সাদমীন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) নাজিমুল হায়দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

নিউটন/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৭

**সারা দেশে আগামীকাল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত হবে**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 আগামীকাল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১ পালিত হবে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার, লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে শেখ হাসিনার সরকার।’

 আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০’ প্রণয়ন করে এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

 ২০০৯ সালে আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম সক্রিয়করণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে আনিসুল হক দায়িত্ব গ্রহণের পরেই সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে আরো জনবান্ধব ও সম্প্রসারিত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর দিকনির্দেশনায় সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস, চৌকি আদালত বিশেষ কমিটি, শ্রম আদালত বিশেষ কমিটি, উপজেলা ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

 জেলা লিগ্যাল এইড অফিসগুলোতে একজন করে সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ পদমর্যাদার বিচারককে লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মামলা জট কমানোর লক্ষ্যে লিগ্যাল এইড অফিসগুলোকে ‘এডিআর কর্নার’ বা ‘বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

 ২০১৬ সালে মন্ত্রীর নির্দেশনায় সরকারি আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশন করা হয়। এ ব্যবস্থাপনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় জাতীয় হেল্পলাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় লিগ্যাল এইড সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় লিগ্যাল এইড অনলাইন কার্যক্রম।

 করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে এ বছর সীমিত পরিসরে দিবসটি উদ্যাপন করা হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বাণী দিয়েছেন। দরিদ্র, অসহায় ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে আগামীকাল জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে এবং দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরতে দেশের বিভিন্ন জেলায় সীমিত পরিসরে স্ব স্ব কর্মসূচি পালিত হবে।

#

রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৬

**চট্টগ্রামে বেদে ও দিনমজুদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ**

চট্টগ্রাম, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল):

 চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমানের উদ্যোগে নগরীর অস্বচ্ছল বেদে ও দিনমজুরদের মাঝে ৫ শতাধিক প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 আজ নগরীর পাহাড়তলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে ৫ শতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের মাঝে এসব ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) আ স ম জামশেদ খোন্দকার।

 প্রতি প্যাকেট ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৮ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি ছোলা, ২ কেজি আলু, ১ কেজি চিনি ও ১টিঁ সাবান।

 ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা সজীব চক্রবর্তী এবং পাহাড়তলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফজলুল করিম।

#

নিউটন/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৫

**অবৈধভাবে দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, আসন্ন বর্ষা মৌসুমে রাজধানীর জলাবদ্ধতা সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে অবৈধভাবে দখল হওয়া সকল খালসমূহ পুনরুদ্ধার করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

 আজ রাজধানীতে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ওয়াসার নিকট থেকে খাল হস্তান্তরের সময় সিটি করপোরেশনকে দেয়া কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং 'কল্যাণপুর পাম্পের রিটেনশন পন্ড' এর জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি পরিদর্শনকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 রিটেনশন পন্ডের জন্য নির্ধারিত জায়গা অবৈধ দখল হওয়ার কথা ঢাকা উত্তরের সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মন্ত্রীকে অবহিত করলে মন্ত্রী বলেন, অবৈধ দখল করে যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ হোক এবং যেই করুক না কেন তা উচ্ছেদ করে ওয়াটার পন্ড নির্মাণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। উচ্ছেদ অভিযানকালে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও শান্তিপ্রিয় জনগণের সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

 সিটি কর্পোরেশনগুলোতে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মন্ত্রণালয় প্রদত্ত অর্থ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রী অবহিত হোন এবং সকল কাউন্সিলরদের স্ব স্ব এলাকাকে ছোট ছোট সাব জোনে ভাগ করে প্রতিটি সাব জোনে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানান।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, উত্তর সিটি কর্পোরেশন নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে পাম্প রিটেনশন পন্ডের জন্য এখানে ১৭১ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু অধিকৃত এ জায়গায় অনেকেই অবৈধভাবে দখল করে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। এসব অবৈধ অবকাঠামো উচ্ছেদ করে পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অধীন থাকা খালগুলোর দুই পাড় দখল করে সংকুচিত করা হয়েছে। খালের দখল ঠেকাতে সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা পিলার স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

 কল্যাণপুর পাম্পের গুরুত্ব ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনকালে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র 'কল্যাণপুর স্ট্রং ওয়াটার পাম্প স্টেশন সংলগ্ন রেগুলেটিং পন্ড সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-২)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে অবহিত করলে মন্ত্রী তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

 পরিদর্শনকালে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, ঢাকা জেলা প্রশাসক, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 পরে, মন্ত্রী কল্যাণপুর পাম্প স্টেশন এবং পাম্পের রিটেনশন পন্ডের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গা ঘুরে দেখেন। এছাড়া, উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য গাবতলীতে নির্মিতব্য বহুতল ভবনের কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন মোঃ তাজুল ইসলাম।

#

হায়দার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৪

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ হাজার ২৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৩১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৫১ হাজার ৬৫৯ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৮জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ২২৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৬৬ হাজার ৯২৭ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮৩

**অক্সিজেন নিয়ে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, এই মুহূর্তে দেশে কোন অক্সিজেন সংকট নেই। আমাদের দেশের অক্সিজেন ব্যবস্থাপনা অন্য কোন দেশের ওপর নির্ভর করে না। সারা বছর ভারত বা অন্য কোন দেশ থেকে অক্সিজেন আমদানী করার প্রয়োজন পড়েনি। করোনার পিক অবস্থায় ভারত থেকে কিছু অক্সিজেন আমদানী করা হয়েছিল। এখন ভারতের কঠিন সময় যাচ্ছে। এই সংকটে ভারত অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করলেও এ নিয়ে আতংকিত হবার কিছু নেই। আর তাছাড়া লিকুইড অক্সিজেনের তুলনায় গ্যাস অক্সিজেনের উৎপাদনে আমাদের সক্ষমতা অনেক বেশি। গ্যাস অক্সিজেনে এখন দিনে আড়াই’শ টন অক্সিজেন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। লিকুইড অক্সিজেন দেড় থেকে দুই’শ টন উৎপাদন হয়। দেশের বেসরকারি মেডিকেল খাতেও ৪০-৫০ টন অক্সিজেন উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলোকেও নেয়া যাবে। এর তুলনায় দেশে বর্তমানে দৈনিক চাহিদা এক থেকে দেড়’শ টন মাত্র। চাহিদা দ্বিগুণ হলেও অক্সিজেন সংকট এই মুহুর্তে হবে না। তবে, রোগী সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলে তখন ভিন্ন চিত্র দেখা দিতে পারে। এজন্য রোগী যাতে না বাড়ে সেদিকে সকলের মনোযোগী হতে হবে।

 আজ মহাখালীর বিসিপিএস প্রাঙ্গণে ‘কোভিড-১৯, দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা ও জনসচেতনতা’ শীর্ষক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

 ভারতের সংকটকালীন সময়ে চুক্তি অনুযায়ী টিকা দিতে না পারলে বা বিলম্বে দিলে সেজন্য সরকার বসে থাকছে না, বরং সরকার চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোড়ালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। শীঘ্রই আশানুরূপ কিছু পাওয়া যেতে পারে বলেও জানান মন্ত্রী।

 একদিকে বলা চলে দেশে লকডাউন থাকায় সংক্রমণ এখন কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে লকডাউনের কারণে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বা যারা কাজ করে চলে তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে সরকার স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে দোকান-পাট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা রাখছে বলেও জানান মন্ত্রী।

 সকলে মিলে একযোগে কাজ করেই করোনা থেকে সবাইকে মুক্তি নিতে হবে বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী এসময় চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের কাজকে মূল্যায়ন করে তাদেরকে আরো উৎসাহ দেবার কথা জানান।

 ব্রিফিংকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম মন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮২

**কমনওয়েলথ দেশগুলোর দক্ষ গ্রাজুয়েটদেরকে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে**

 **-- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, কমনওয়েলথ ডিজিটাল লার্নিং এ দক্ষতা অর্জনকারী গ্রাজুয়েটদেরকে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। চলমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্য ডিজিটাল হয়েছে, সর্বক্ষেত্রে অটোমেশন চালু হয়েছে, এখন দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। ই-কমার্স, ডাটা এনালাইসিস, ই-ফার্মিং, ই-এগ্রিকালচার বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এজন্য কারিগরি দক্ষতা খুবই প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উঠে আসা দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো উপকৃত হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশের দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে অনলাইনে প্রশিক্ষণ বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষার্থীরা বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এ সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। ডিজিটাল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন এবং ইন্টার পার্টনারশিপের মাধ্যমে তা কাজে লাগানো প্রয়োজন। কমনওয়েলথ ডিজিটাল লার্নিং প্লাটফর্ম এ অনলাইন ট্রেনিং, করোনাকালে এবং পরবর্তী সময়ে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো বেকার জনবলকে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। কমনওয়েলথ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের আসন্ন মিটিং-এ উল্লিখিত বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

 মন্ত্রী আজ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে কমনওয়েলথ অভ্ লার্নিং এশিয়ান কনভোকেশন-২০২১ এ বিশেষ বক্তার বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন। কনভোকেশনের অপর বিশেষ বক্তার বক্তব্য রাখেন মালদ্বীপের হায়ার এডিউকেশন মিনিস্টার Dr. Ibrahim Hassan এবং শ্রীলংকার শিক্ষামন্ত্রী Professor G L Peiris ।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। অতি সম্প্রতি জাতিসংঘ বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীতকরণের জন্য চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রদান করেছে। চলমান মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে নানামুখী চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এ মুহুর্তে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে একযোগে। বাংলাদেশসহ সবদেশের কমনওয়েলথ কোর্স গ্রাজুয়েটদের স্বাগত জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, আন্তরিকতার সাথে দক্ষতা অর্জন করে তা কর্মক্ষেত্রে সফলভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং ডিজিটাল সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে একজন দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

 অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমনওয়েলথ অভ্ লার্নিং এর স্পেশাল এডভাইজার Dr. Naveed Mailk। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কুরসিরার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার Jeff Maggioncalda, কনভোকেশন বক্তব্য রাখেন কমনওয়েলথ অভ্ লার্নিং এর প্রেসিডেন্ট এন্ড চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার Professor Asha Kanwar এবং অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমনওয়েলথ অভ্ লার্নিং এর এডভাইজার (স্কিল) Dr. Basheerhamad Shadrach ।

#

বকসী/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮১

**রাষ্ট্রপতির সাথে চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 চীন বাংলাদেশকে করোনা মোকাবিলায় সার্বিক সহযোগিতা করতে আগ্রহী। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে আজ বঙ্গভবনে চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী General Wei Fenghe সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন।

 চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীন বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে কৌশলগত সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও চীন কাজ করে যাচ্ছে।

 চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, চীন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অবকাঠামো ও যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে চীনের বিনিয়োগ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভিডিও বার্তা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতি তার নিজ ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে চীনের রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান।

 করোনা মহামারি মোকাবিলায় দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ চীনের সাথে এ ব্যাপারে একসাথে কাজ করতে আগ্রহী। করোনার ভ্যাকসিন সম্পর্কে গবেষণা ও উৎপাদনে যৌথ উদ্যোগ নিতেও আগ্রহী বাংলাদেশ।

 রাষ্ট্রপতি বলেন, মিয়ানমারের সাথে চীনের সম্পর্ক খুবই ভালো। এ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরাতে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন চীন এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে আগামী দিনে এ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

 রাষ্ট্রপতি চায়না কমিউনিস্ট পার্টির ১০০ বছর পূর্তিতে চীনের রাষ্ট্রপতি ও জনগণকে অভিনন্দন জানান।

 সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসও লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার উজ জামান, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহ উদ্দিন ইসলাম,  প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৮০

**বিএনপিকে করোনা টিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে**

**জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 করোনা টিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য ক্ষমা চেয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যম সংগঠনকে করোনাসুরক্ষা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে বিএনপিসহ তার মিত্ররা এবং কিছু গোষ্ঠী, যারা সরকারের কোনো কাজেই ভালো দেখতে পারে না, তারা করোনা মহামারির শুরু থেকেই মানুষের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা গোপনে নয় প্রকাশ্যেই চালিয়েছে।'

 বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রতি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'সিরাম ইনস্টিটিউট উৎপাদিত ভারতের টিকা কাজ করবে না-এই প্রচারণা আপনারা চালিয়েছিলেন। আবার সেই টিকা আসতে যখন একটু দেরি হচ্ছিলো, তখন অন্য কথা বলা শুরু করেছিলেন, সুতরাং এই বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য প্রথমে আপনাদের জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন।'

 'বিএনপিসহ যারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তাদেরকে বলবো, বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপরাজনীতি না করে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান' বলেন ড. হাছান।

 মন্ত্রী এ সময় জানান, সরকার রাশিয়া, চীনসহ অন্যান্য দেশ থেকেও করোনার টিকা আনার উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী মাসেই সিরাম ইনস্টিটিউট থেকে অনেক টিকা আসবে এবং খুব সহসা অন্যান্য দেশ থেকে যে টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলোও আসবে। এ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মহামারির মধ্যেও অক্লান্ত কাজ করে যাওয়া গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশংসা করেন এবং গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় মূলধারার গণমাধ্যমগুলোকে অভিনন্দন জানান।

 আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, হুইপ আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক প্রকৌশলী আব্দুস সবুর, উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন প্রমুখ এ সময় বক্তব্য রাখেন।

 ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মুরসালীন নোমানী, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান খান, এভিয়েশন এন্ড টুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অভ্ বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক তানজিম আনোয়ার ও অর্থ সম্পাদক মোঃ শফিউল্লাহ সুমন অনুষ্ঠানে অতিথিদের হাত থেকে করোনা সুরক্ষা সামগ্রী গ্রহণ করেন।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭৯

**সারা দেশে ৭৪৮৮টি কোভিড জেনারেল বেড এবং**

**৩৮৪টি কোভিড ডেডিকেটেড আইসিইউ বেড খালি**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 করোনাকালীন সময়ে দেশের ৮ বিভাগের হাসপাতালগুলোর মধ্য থেকে এই মুহুর্তে মোট ৭ হাজার ৪৮৮ কোভিড জেনারেল বেড এবং ৩৮৪টি কোভিড আইসিইউ বেড খালি রয়েছে।

 হাসপাতাল সূত্র থেকে জানা গেছে, দেশের ৮ বিভাগে এই মুহুর্তে মোট কোভিড ডেডিকেটেড শয্যা সংখ্যা ১২ হাজার ২৯৪টি এবং মোট আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১ হাজার ৬৯টি। এগুলোর মধ্য থেকে বহু সংখ্যক রোগী চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ায় এখন উল্লিখিত বেডগুলো খালি হয়েছে।

#

মাইদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭৮

**স্পেনের রাজার কাছে বাংলাদেশের নবনিয্ক্তু রাষ্ট্রদূতের পরিচয় পত্র পেশ**

মাদ্রিদ, ২৭ এপ্রিল :

 স্পেনে বাংলাদেশের নবনিয্ক্তু রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপের নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন। গতকাল রাজদরবারে কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক এক আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পরিচয়পত্র পেশ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

 পরিচয়পত্র পেশের পর স্পেনের রাজা এবং বাংলাদেশের নবনিয্ক্তু রাষ্ট্রদূত এর মধ্যে একটি একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজা নবনিয্ক্তু রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। রাষ্ট্রদূত রাজাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই যে গুটিকয়েক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল স্পেন তার মধ্যে অন্যতম। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার থেকে আগত বাস্তুচ্যুত ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গাদের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে রাষ্ট্রদূত রোহিঙ্গাদের স্বদেশভূমি মিয়ানমারে সম্মানজনক প্রত্যাবাসনে স্পেন সরকারের অব্যাহত ও কার্যকরী সহযোগিতা কামনা করেন।

 বিদ্যমান চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা উল্লেখপূর্বক, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দুদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ফরেন অফিস কনসালটেশন, দ্বৈতকর পরিহার, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি স্পেনে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে স্প্যানিশ বিনিয়োগ সম্প্রসারণের জন্য রাজার সহযোগিতাও কামনা করেন। রানী সোফিয়ার বাংলাদেশে কয়েকবার ভ্রমণের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত রাজাকে বাংলাদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

 স্পেনের রাজা রাষ্ট্রদূতকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো বেগবান হবে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আগামীতে বাণিজ্য আরো নিবিড়তর হবে। স্পেনের রাজা রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান। একান্ত এ বৈঠকে স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

#

শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭৭

**জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস, ২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম স্বপ্ন ছিল সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও সুবিচার নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭২ সালে সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং সব নাগরিকের আইনের আশ্রয় পাওয়ার সমানাধিকার নিশ্চিত করেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে হত্যার পর দেশে আইনের শাসন ও মৌলিক মানবাধিকার ভূলুষ্ঠিত হয়। ‘৭৫ পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকার হত্যা, ক্যু, নির্যাতন ও নিপীড়নের রাজত্ব কায়েম করে। সুবিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। দেশের জনগণ আইনগত সহায়তা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায় সম্বলহীন ও নানাবিধ আর্থসামাজিক কারণে দেশের কোন নাগরিক যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে আমরা ‘আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০’ প্রণয়ন করেছি।

অসহায়, দরিদ্র ও নিঃস্ব জনগণকে বিনা খরচে সরকারি আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসসমূহ ‘বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি’র কেন্দ্রস্থল হিসেবে মামলার পক্ষসমূহের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করছে - যা সারাদেশের আদালতসমূহে মামলাজট হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই কঠিন সময়েও সরকারের আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে চলমান রয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যম প্রয়োগ করে বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভের চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ পরিণত করতে চাই। এজন্য সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সকল ধরনের ভয়ভীতি ও বৈষম্য দূর করে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি’র অন্যতম লক্ষ্য ‘ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার’ বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজের সকল ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২১’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ১৯৭৬

**জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

            রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ এপ্রিল জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

            “আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অসচ্ছলতা, অজ্ঞতা ও নানাবিধ আর্থসামাজিক প্রতিকূলতার কারণে দেশের দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগণ অনেক ক্ষেত্রে আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। সংবিধানে বর্ণিত ‘আইনের সমান আশ্রয়লাভ’ এর অধিকারকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০’। এ আইনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজের হতদরিদ্র ও অসচ্ছল জনগোষ্ঠী বর্তমানে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পাচ্ছে। সরকারের এ আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

          সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ও ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিচারক, আইনজীবী, এনজিও কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের উপর নির্ভর করছে আইনি সহায়তা কার্যক্রমের সফলতা। চলমান করোনা মহামারির কারণে যাতে এ কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে অবদান রাখবেন - এ প্রত্যাশা করি।

            আমি জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

            জয় বাংলা।

            খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/শাম্মী/জসীম/কুতুব/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭৫

**জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতিবারের ন্যায় এবছরও ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার’- সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ‍শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু, শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিসহ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছি। আওয়ামী লীগ সরকার ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩’ ও ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫’ প্রণয়ন করেছে। আমাদের উদ্যোগে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ- এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি। এছাড়া ‘কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা’ প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবসৃষ্ট সংকট কাটিয়ে উঠতে আমরা শিল্প, কৃষিসহ মোট ২০টি খাতের অনুকূলে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। আমাদের এসব উদ্যোগের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার যে লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সে লক্ষ্য অর্জনে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার কোন বিকল্প নেই। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাব, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস -২০২১’ - এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১১১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৭৪

**জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ বৈশাখ (২৭ এপ্রিল) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার’ অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। জাতির পিতার সময়োচিত ও যথাযথ সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কলকারখানাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করেই সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। এই অর্জনে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এমন একটি মুহূর্তে পালিত হচ্ছে, যখন করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারির ফলে সারাবিশ্বে স্বাস্থ্য ‍সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল নাগরিকের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। দেশে শিল্প-কারখানা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরো বিস্তৃত করার নিমিত্তে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করাসহ উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও সকল অংশীজনের সম্মিলিত উদ্যোগের বাস্তবায়ন আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। বিষয়টিকে কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আমি কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১’ উদযাপন সফল হোক – এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১১১৫ ঘণ্টা